১১

বাংলাদেশে প্রকাশিত পরিসংখ্যান
Published Statistics in Bangladesh

বাংলাদেশে এমন কিছু সরকারী বা বেসরকারী বা আধাসরকারী প্রতিষ্ঠান আছে যারা এই দেশ হতে তথ্য সংগ্রহ করে তথ্যগুলো পুস্তক আকারে প্রকাশ করে। এই পুস্তক আকারে প্রকাশ করাকে বাংলাদেশে প্রকাশিত পরিসংখ্যান বলা হয়। একটি রাষ্ট্র পরিচালনা বা একজন সচেতন নাগরিকের জন্য এক নজরে দেশের অবস্থা কি তা জানা বা অন্য কোন বিশেষ কাজে প্রথম। এ কারণে ছাত্র-ছাত্রীদের এ সকল প্রকাশনা সম্পর্কে কিছুটা হলেও ধারণা থাকা প্রয়োজন। এ ইউনিটে বাংলাদেশে প্রকাশিত পরিসংখ্যানের শ্রেণিবিভাগ, উৎস, উৎকর্ষতা ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-১১.১ : বাংলাদেশে প্রকাশিত পরিসংখ্যান তথ্যের উৎস
পাঠ-১১.২ : বাংলাদেশে প্রকাশিত পরিসংখ্যানের শ্রেণিবিভাগ
পাঠ-১১.৩ : বাংলাদেশে প্রকাশিত পরিসংখ্যানের সীমাবদ্ধতা ও তা দুরীকরণের উপায়

পাঠ-১১.১ বাংলাদেশে প্রকাশিত পরিসংখ্যানের তথ্যের উৎস

Sources of published statistics

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- পরিসংখ্যান তথ্যের উৎস সম্পর্কে বলতে পারবেন।

বাংলাদেশে পরিসংখ্যানের উৎস

Sources of Official Statistics of Bangladesh

পৃথিবীর অন্যান্য সকল দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও বহুদিন পূর্ব হতে বিভিন্ন সংস্থার নাম দিয়ে বা অন্য কোন নাম দিয়ে পরিসংখ্যানীয় তথ্য সংগ্রহ এবং প্রকাশ হয়ে আসছে। অবিভক্ত ভারতবর্ষে সম্রাট আকবরের আমল থেকে বা তারও পূর্বে শুরু হয় এই তথ্য প্রকাশনার। পরবর্তীতে বৃটিশ আমলে 'A Statistical Abstract Relating to British India' নামে প্রকাশিত পরিসংখ্যানের একটি উৎসের সৃষ্টি হয়। এর পর বিভিন্ন নামে তথ্য প্রকাশনা হতে হতে ভারত বর্ষ বিভক্তির পর তৎকালীন পাকিস্তান সরকার, যুগের প্রয়োজনে 1949 সাল হতে প্রাদেশিক পরিসংখ্যান সংস্থার সৃষ্টি করে এবং পরবর্তীতে ইহা East Pakistan Bureu of Statistics নামে যাত্রা শুরু করে। এই ব্যুরো কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যানের যাবতীয় কাজ সুচারুরুপে পালন করে। এরপর 1971 সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর 1974 সালের আগস্ট মাসে ঐ সংস্থাটি (উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া East Pakistan Bureu of Statistics) বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (Bangladesh Bureau of Statistics) নামে আত্মপ্রকাশ করে। এবং এই সংস্থাটি অধ্যাবধি এই দেশের প্রধান সরকারী পরিসংখ্যান বিষয়ক প্রকাশনার দায়িত্ব পালন করে আসছে। বর্তমান বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ছাড়াও অনেক গুলো সরকারী বা বেসরকারী বা আধা সরকারী সংস্থা আছে যারা নিয়মিত বা অনিয়মিত ভাবে তথ্য সংগ্রহ করে পুস্তক আকারে প্রকাশ করে। নিম্নে সকল প্রকার তথ্য প্রকাশের উৎস সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

বাংলাদেশের প্রকাশিত পরিসংখ্যানের উৎসের শ্রেণিবিভাগ

Classification or sources of Published Statistics in Bangladesh

বাংলাদেশে অবস্থিত অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান আছে যারা নিয়মিত বা অনিয়মিত ভাবে তথ্য সংগ্রহ করে এবং পুস্তক আকারে প্রকাশ করে এবং এই প্রতিষ্ঠান গুলোকেই বাংলাদেশে প্রকাশিত পরিসংখ্যানের উৎস হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

বাংলাদেশে প্রকাশিত পরিসংখ্যানকে ভাগ করা হলো:

(ক) সরকারী পরিসংখ্যান (খ) আধা সরকারী এবং স্বায়ত্বশাসিত পরিসংখ্যান এবং (গ) বেসরকারী পরিসংখ্যান।

(ক) সরকারী পরিসংখ্যান: বিভিন্ন সরকারী বিভাগ এবং সরকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে সংগৃহীত এবং প্রকাশিত তথ্যকে সরকারী পরিসংখ্যান বলা হয়। বাংলাদেশ সরকারের অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান তথ্য সংগ্রহ করে এবং প্রকাশ করে। নিম্নে উৎসগুলোর সম্পর্কে আলোচনা করা হল:

i) **বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (Bangladesh Bureau of Statistics)** : বাংলাদেশের সরকারি পরিসংখ্যানের প্রধান উৎস বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো সংক্ষেপে B.B.S। ১৯৭৪ সালের আগস্ট মাসে এটি প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং ১৯৭৫ সালের জুলাই মাসে পরিসংখ্যান বিভাগ স্থাপন করা হয়। এই ব্যুরোর প্রধান উদ্দেশ্য হলো দেশের আদমশুমারী, কৃষিশুমারী, কৃষি পরিসংখ্যান এবং পরিসংখ্যানের সাথে সম্পর্কিত বিষয়ের প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ, সংকলন এবং প্রকাশের জন্য সমন্বয় সাধন করা।

ii) **কৃষি মন্ত্রণালয় :** কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর কৃষি বিভাগ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ, সংকলন ও প্রকাশ করে থাকে। এছাড়া বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, বাংলাদেশ বনজ সম্পদ উন্নয়ন সংস্থা, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ মৎস উন্নয়ন সংস্থা, পশু সম্পদ দপ্তর সংশ্লিষ্ট পরিসংখ্যানিক তথ্য সংগ্রহ, সংকলন ও প্রকাশ করে থাকে।

iii) **কৃষি বাজারজাতকরণ ডাইরেক্টরেট :** বাংলাদেশ কৃষি পণ্যের মূল্য ও বাজারজাতকরণ সংক্রান্ত সকল তথ্য সংগ্রহে কৃষি বাজারজাতকরণ ডাইরেক্টরেট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি পণ্য বাজারজাতকরণ তথ্যের জন্য নিজস্ব নথিপত্রের উপর নির্ভর করে এবং প্রয়োজনে নিজস্ব লোক দ্বারা তথ্য সংগ্রহ করে। এটি নিয়মিতভাবে কৃষি ও পশুজাত সামগ্রীর পাইকারী মূল্য তালিকা প্রতি সপ্তাহে বুলেটিন আকারে প্রকাশ করে থাকে।

iv) **কৃষি পরিসংখ্যান ব্যুরো:** কৃষি পরিসংখ্যান ব্যুরো পণ্যের মূল্য ব্যতীত কৃষি সংক্রান্ত অন্যান্য তথ্য ও পর্যালোচনা করে থাকে। এটি প্রতি মাসে বা তিন মাস অন্তর আবহাওয়া ও ফসল সংক্রান্ত বিবরণাদি প্রকাশ করে। এছাড়া এ ব্যুরো একটি বার্ষিক বিবরণী প্রকাশ করে। এ বিবরণীতে বাংলাদেশের কৃষি পণ্যের সম্ভাব্য উৎপাদন ও আবাদী জমির পরিমাণ ইত্যাদি বিষয়াদি প্রকাশ করা হয়।

v) **বাণিজ্য মন্ত্রণালয়:** এ মন্ত্রণালয়ের অধীনে দেশের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্য সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সংগ্রহের জন্য একটি পরিসংখ্যান সেল আছে। এছাড়া বাংলাদেশ রফতানি উন্নয়ন ব্যুরো, বাংলাদেশ ট্রেডিং কর্পোরেশন, জাতীয় চা বোর্ড, বীমা কর্পোরেশন, জুট বোর্ড সমূহ নিজ নিজ তথ্য সংগ্রহ, সংকলন ও প্রকাশ করে থাকে।

vi) **যোগাযোগ মন্ত্রণালয় :** যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলাদেশের সড়ক পরিবহন সংস্থা, বাংলাদেশ রেলওয়ে বোর্ড, বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন, বাংলাদেশ ডাক বিভাগ, টিএন্ডটি বিভাগ প্রত্যেকে স্ব স্ব তথ্য সংগ্রহ, সংকলন ও প্রকাশ করে থাকে।

vii) **প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় :** প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে আবহাওয়া বিভাগ, বাংলাদেশ পর্যটন বিভাগ এবং বাংলাদেশ বিমান যথাক্রমে বৃষ্টিপাত ও জলবায়ু সংক্রান্ত, বাংলাদেশ পর্যটন শিল্প বিষয়ক এবং বিমানের মালামাল পরিবহনের বাণিজ্যিক বিষয়াদির তথ্য সংগ্রহ ও রিপোর্ট আকার প্রকাশ করে থাকে।

viii) **অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় :** অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় অর্থনীতি ও অর্থ ব্যবস্থা সংক্রান্ত পরিসংখ্যানসমূহের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশক। অর্থ বিভাগের অধীন অর্থ উপদেষ্টা শাখা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পরিসংখ্যানের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উৎস। এই শাখার গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা হচ্ছে 'Bangladesh Economic Survey'। এই প্রকাশনায় মাসিক ভিত্তিতে দেশের জাতীয় আয়, কৃষি, খাদ্য, শিল্প, মুদ্রামান, ব্যাংকিং, শেয়ার বাজার এবং আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে একটি বিবরণী প্রকাশ করে। এছাড়া দেশের বার্ষিক বাজেট ও বার্ষিক আয়করের হিসাব সংক্রান্ত বিবরণী প্রকাশ করা হয়।

ix) **শিক্ষা মন্ত্রণালয় :** শিক্ষা মন্ত্রণালয় মুলত শিক্ষা, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করে থাকে। এ মন্ত্রণালয় ১৯৭৭ সালে বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো সংক্ষেপে ব্যানবেইস নামে একটি সংস্থা গঠন করে। এই সংস্থার প্রধান কাজ হলো প্রাথমিক পর্যায় হতে সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত সর্বস্তরের শিক্ষা তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, বিশ্লেষণ ও প্রকাশ করা। বর্তমান এই সংস্থা বাংলাদেশের শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহরে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। এ ছাড়া প্রাথমিক, গণশিক্ষা ও কারিগরি অধিদপ্তর এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক অধিদপ্তর শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রকাশ করে থাকে।

x) **স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়:** স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ শাখা, নার্সিং কাউন্সিল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রকাশ করে থাকে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জন্ম, মৃত্যু, চিকিৎসা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সাপ্তাহিক, মাসিক ও বার্ষিক রিপোর্ট আকারে প্রকাশ করে থাকে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ শাখা পরিবার পরিকল্পনার উপর জরিপ চালিয়ে তথ্য সংগ্রহ এবং রিপোর্ট প্রকাশ করে থাকে।

(খ) আধা-সরকারী এবং স্বায়ত্বশাসিত পরিসংখ্যান: আধাসরকারী এবং স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলো কর্তৃক সংগৃহীত এবং প্রকাশিত তথ্যকে আধা-সরকারী এবং স্বায়ত্বশাসিত পরিসংখ্যান বলা হয়। নিম্নে এ ধরনের উৎসসমূহের ব্যাখ্যা দেওয়া হল:

১. বেসামরিক বিমান চলাচল দফতর: বেসামরিক বিমান চলাচল দফতর দেশের অভ্যন্তরে এবং বাহিরে পরিবহনকৃত যাত্রীর সংখ্যা ও মালামালের পরিবহন করে তাদের লাভ ও ক্ষতির উপর তথ্য সম্বলিত পুস্তিকা নিয়মিত প্রকাশ করে।

২. বীমা কর্পোরেশন : এই কর্পোরেশন দেশের মধ্যে প্রচলিত বীমার হার, গ্রাহকদের দাবীকৃত অর্থ পরিশোধ, দুর্ঘটনা কবলিত যানবাহন সংখ্যা, তাদের নিজস্ব লাভ-ক্ষতির পরিমাণ ইত্যাদি নিয়ে নিয়মিত প্রকাশনা করে থাকে।

৩. বিশ্ববিদ্যালয় ও ইউ.জি.সি : দেশের ভিতরের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ ছাত্র শিক্ষকের সংখ্যা, সেশন জট, পাশের হার, শিক্ষা ব্যবস্থার মূল্যায়ন, শিক্ষার হার ইত্যাদির উপর নিয়মিত পুস্তিকা প্রকাশ করে থাকে। এটি ছাড়াও অনেক বিশ্ববিদ্যালয় দেশের আর্থ সামাজিক কাঠামোর উপর বা দেশের হঠাৎ করে কোনো প্রকার অসামঞ্জস্যতার (যেমন হঠাৎ করে অপরাধ প্রবণতা বেড়ে যাওয়া, আর্সেনিক দূষণ, বন্যা, মহামারী ইত্যাদি) উপর মাঝে মাঝে জরীপ করে এবং তা প্রকাশ করে। অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন দেশের সবগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর তথ্য সংগ্রহ করে তা প্রকাশ করে।

(গ) বেসরকারী পরিসংখ্যান : দেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলো তথ্য সংগ্রহ করে তা পুস্তক আকারে প্রকাশিত হলে তাকে বেসরকারী পরিসংখ্যান বলে। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে বিভিন্ন এন.জি.ও এবং কিছু সংখ্যক জাতিসংঘের অঙ্গ সংগঠন নিয়মিত নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ প্রকাশ করে থাকে। নিম্নে প্রতিষ্ঠানগুলোর নাম দেওয়া হলো:

(i) Bangladesh Agricultural Reserch Council (BARC); (ii) CARE (Co-operation of American Relief everywhere), (iii) Mitra and Associates (iv) Institute of Statistical Research Training (ISRT) (v) UNESCO (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization) (vi) UNICEF (United Nation International Childrens Emergency Fund) (vii) FAO (Food and Agricultural Organization, (viii) WHO (World Health Organization) (ix) ILO (International Labour Organization (x) IME (International Monetary Fund) (xi) WB (World Bank) ইত্যাদি।

উপরে উল্লেখিত সরকারী, বেসরকারী আধা সরকারী ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলো ছাড়াও আরও অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান আছে যারা নিয়মিত বা অনিয়মিত ভাবে তথ্য সংগ্রহ, সংকলন ও প্রকাশ করে। নিম্নে আরো কিছু প্রতিষ্ঠানের শুধুমাত্র নাম উল্লেখ করা হলো:

(i) বাংলাদেশ শিল্প ও বাণিজ্য সমিতি (ii) বাংলাদেশ স্টক একচেঞ্জ (iii) চেম্বার অব কমার্স (iv) বিভিন্ন মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন (v) বিভিন্ন ব্যক্তি মালিকানাধীন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (vi) বনজ সম্পদ ডাইরেকটরেট (vii) গবেষণা ও পরিসংখ্যান বিভাগ, (viii) বাংলাদেশ ধান গবেষণা প্রতিষ্ঠান (ix) পুলিশ ডাইরেক্টরেট (x) পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট ইত্যাদি।

সারসংক্ষেপ:

বর্তমান বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ছাড়াও অনেক গুলো সরকারী বা বেসরকারী বা আধা সরকারী সংস্থা আছে যারা নিয়মিত বা অনিয়মিত ভাবে তথ্য সংগ্রহ করে পুস্তক আকারে প্রকাশ করে।

পাঠ-১১.২ প্রকাশিত পরিসংখ্যানের শেণিবিভাগ
Classification of published stasticstics

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বাংলাদেশে প্রকাশিত পরিসংখ্যানের শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে লিখতে পারবেন;

বাংলাদেশে প্রকাশিত পরিসংখ্যানের শ্রেণিবিভাগ
Classification of Published Stastistics of Bangladesh

উৎস, ক্ষেত্র, প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য অনুসারে বাংলাদেশে প্রকাশিত পরিসংখ্যানের উৎসগুলোর সংক্ষেপে আলোচনার সুবিধার্তে এবং উক্ত ক্ষেত্রের উপর ভিত্তি করে আবার সাতটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়। শ্রেণিগুলো নিম্নরূপ–

১. **কৃষি পরিসংখ্যান (Agricultural Statistics):** কৃষি পরিসংখ্যান হচ্ছে কৃষির সাথে সম্পৃক্ত বিষয়াদির সংখ্যাত্মক বিবরণাদি। ইহার প্রধান উৎস বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। ইহা মূলত: ফসল উৎপাদন, পশু সম্পদ, বনজ সম্পদও মৎস্য সম্পদ সংক্রান্ত পরিসংখ্যান। এক্ষেত্রে দেশের মোট উৎপাদিত শস্যের পরিমাণ, মোট আবাদী-অনাবাদী জমির পরিমাণ, সেচ ব্যবস্থা, সারের উৎপাদন, গৃহপালিত পশু, হাঁস-মুরগির খামার, বনায়ন, মৎস্য চাষ, কৃষি শ্রমিকের মজুরি ইত্যাদি সম্পর্কে পরিসংখ্যান পাওয়া যায়। বাংলাদেশের কৃষি সম্পর্কিত সে পরিসংখ্যান প্রকাশিত হয় তা ততটা উন্নতমানের নয় এবং আয়তনও খুব একটা ব্যাপক নয়।

২. **শিল্প ও শ্রম পরিসংখ্যান (Industrial and Labour Statistics):** শিল্প উৎপাদন ও শ্রম সংক্রান্ত বিবরণাদি হচ্ছে শিল্প ও শ্রম পরিসংখ্যান। এক্ষেত্রে দেশের শিল্প সংখ্যা, শিল্পে নিয়োজিত মূলধন, উৎপাদন মূল্য, প্রত্যেক শিল্পের পৃথক উৎপাদন, দ্রব্য রফতানি, কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা ও মজুরি ইত্যাদি সম্পর্কে সংখ্যাত্মক তথ্য জানা যায়। বাংলাদেশে শিল্প ও শ্রম সংক্রান্ত পরিসংখ্যান প্রয়োজনের তুলনায় অপর্যাপ্ত। তবে এর উন্নতিকল্পে সরকার বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। শিল্প ও শ্রম পরিসংখ্যান উৎসসমূহ হচ্ছে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, শ্রম অধিদপ্তর ইত্যাদি।

৩. **মূল্য পরিসংখ্যান (Priced Statistics):** মূল্য পরিসংখ্যান হচ্ছে দেশের প্রচলিত মুদ্রার (টাকার) মানে পণ্যের বিনিময় হার। বিনিময় হার খুচরা ও পাইকারী দু'ধরনের হতে পারে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর মাসিক বুলেটিন এবং পরিসংখ্যান বর্ষ গ্রন্থে সাধারণত: পাইকারী ও খুচরা মূল্য প্রকাশ করা হয়। এক্ষেত্রে ধান, চাল, গম, তেল, ডাল, মাছ ইত্যাদির মূল্য জানা যায়। অন্যদিকে, বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে স্বর্ণ জাতীয় মূল্যবান দ্রব্যের মূল্য জানা যায়। তথাপিও বাংলাদেশে মূল্য পরিসংখ্যান প্রয়োজনের তুলনায় পর্যাপ্ত নয়।

৪. **আর্থিক পরিসংখ্যান (Financial Statistics):** বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত অর্থ সংক্রান্ত পরিসংখ্যানই আর্থিক পরিসংখ্যান। ব্যাংকিং, মুদ্রা, বিনিময় সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি এ পরিসংখ্যানে স্থান পায়। এ ছাড়া তালিকাভুক্ত ও তালিকা বহির্ভূত ব্যাংকসমূহের আর্থিক অবস্থা, চেকের মাধ্যমে আদান-প্রদান, ট্রেজারি বিল, লেনদেন ভারসাম্য ও চলতি হিসাব জমার পরিমাণ বাংলাদেশ ব্যাংকের বুলেটিনে প্রকাশ করা হয়। পরিসংখ্যান বর্ষ গ্রন্থ সরকারের বাজেট হতে সরকারের অর্থ সংক্রান্ত তথ্যাদি জানা যায়।

৫. **বাণিজ্য পরিসংখ্যান (Trade Statistics):** দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত তথ্যাদিই বাণিজ্য পরিসংখ্যান। এ পরিসংখ্যানের উৎস হচ্ছে জাতীয় পরিসংখ্যান ব্যুরো, জুট বোর্ড, পোর্ট ট্রাস্ট এবং আমদানি-রফতানি ব্যুরো। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো 'পরিসংখ্যানিক বুলেটিন' এবং 'বৈদেশিক বাণিজ্য পরিসংখ্যান' এর সাহায্যে দেশ, মুদ্রা, মূল্য ও পরিমাণের ভিত্তিতে আমদানি-রফতানির পূর্ণ বিবরণ প্রকাশ করে থাকে। বাংলাদেশ জুট বোর্ড মাসিক ভিত্তিতে পাট রপ্তানির পরিমাণ এবং কোন কোন দেশে তা রফতানি হয় তার বিবরণ প্রকাশ করে থাকে।

বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্য সংক্রান্ত পরিসংখ্যানের অভাব না হলেও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য সংক্রান্ত পরিসংখ্যান খুব একটা পাওয়া যায় না।

৬. **জনসংখ্যা ও জীবন পরিসংখ্যান (Population and Vital Statistics):** জনসংখ্যা ও জীবন পরিসংখ্যান হচ্ছে জনসংখ্যা সম্পর্কিত তথ্যাদির সংখ্যাত্মক বিবরণ। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো জনসংখ্যা ও জীবন পরিসংখ্যানের প্রধান উৎস। ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ প্রথম আদমশুমারী হয়। দ্বিতীয় আদমশুমারী হয় ১৯৮১ সালে। অতঃপর প্রতি দশ বছর পর পর আদমশুমারী হয়। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো আদমশুমারী রিপোর্ট প্রকাশ করে থাকে। অন্যদিকে জীবন পরিসংখ্যানের প্রধান উৎস স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য বিভাগ। উহারা জন্ম, মৃত্যু ও তার কারণ, লিঙ্গ, বয়স, রোগ ব্যাধি সংক্রান্ত পরিসংখ্যান প্রকাশ করে থাকে। পরিবার পরিকল্পনা সংক্রান্ত তথ্যাদিও স্বাস্থ্য বিভাগ হতে জানা যায়।

৭. **শিক্ষা ও সামাজিক পরিসংখ্যান (Education and Social Statistics):** বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো সংক্ষেপে ব্যানবেইস হলো শিক্ষা পরিসংখ্যানের মূল উৎস। এই ব্যুরো প্রাথমিক পর্যায় হতে সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষা সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রকাশ করে থাকে। এ ছাড়া বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর মাসিক বুলেটিন, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বর্ষ গ্রন্থ ও বাংলাদেশ পরিসংখ্যান পকেট বইয়ে শিক্ষা সংক্রান্ত পরিসংখ্যান প্রকাশিত হয়। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অপরাধ সংক্রান্ত পরিসংখ্যান সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করে থাকে এবং পরিসংখ্যান ব্যুরোর বুলেটিন ও বর্ষগ্রন্থে তা প্রকাশ করে থাকে।

সারসংক্ষেপ:

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর মাসিক বুলেটিন, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বর্ষ গ্রন্থ ও বাংলাদেশ পরিসংখ্যান পকেট বইয়ে শিক্ষা সংক্রান্ত পরিসংখ্যান প্রকাশিত হয়। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অপরাধ সংক্রান্ত পরিসংখ্যান সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করে থাকে এবং পরিসংখ্যান ব্যুরোর বুলেটিন ও বর্ষগ্রন্থে তা প্রকাশ করে থাকে।

পাঠ-১১.৩ প্রকাশিত পরিসংখ্যানের সীমাবদ্ধতা ও তা দূরীকরণের উপায়
Limitations of Published Statistics and ways to remove it

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- প্রকাশিত পরিসংখ্যানের সীমাবদ্ধতা বলতে পারবেন;
- সীমাবদ্ধতা দূরীকরণের উপায় বর্ণনা করতে পারবেন;

বাংলাদেশের পরিসংখ্যানের সীমাবদ্ধতাসমূহ

Limitations of Statistics of Bangladesh

বাংলাদেশে সংগৃহীত ও প্রকাশিত সরকারি পরিসংখ্যানসমূহ এখনো আন্তর্জাতিক মানে পৌঁছায়নি। এর কিছু দোষ-ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা নিম্নে আলোচনা করা হলো–

১. **ত্রুটিপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ :** আমাদের দেশে অনেক সময় পরিসংখ্যান সম্পর্কে জ্ঞান নেই এমন অদক্ষ লোক দিয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। যেমন: গ্রাম্য চৌকিদার ও দফাদার অধিকাংশ সময় দৈনন্দিন কাজের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে থাকে, যাদের পরিসংখ্যান সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ধারণা থাকে না। ফলে সংগৃহীত তথ্য ত্রুটিপূর্ণ হয়ে থাকে।

২. **তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও বিশ্বাসযোগ্যতার অভাব:** বাংলাদেশ তথ্যের বিশুদ্ধতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্কে দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে প্রশ্ন তোলা যায়। প্রথমত: যে প্রতিষ্ঠান তথ্য সংগ্রহে নিয়োজিত উহার নির্ভরযোগ্যতা এবং দ্বিতীয়ত: প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণে যে পদ্ধতি ব্যবহার করা উহার বিশ্বাসযোগ্যতা।

৩. **উপযুক্ত প্রশিক্ষণের অভাব:** প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের জন্য অনেক সরকারি প্রতিষ্ঠানে দক্ষ ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত লোক না থাকায় শুমারী জরিপের ক্ষেত্রে জরুরি ভিত্তিতে অদক্ষ ও অস্থায়ী লোক নিয়োগ করা হয়। ফলে সঠিক ও নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করা যায় না।

৪. **বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগের অভাব:** সংগৃহীত প্রাথমিক তথ্য বিশ্লেষণের জন্য তালিকাবদ্ধ ও শ্রেণিকরণ করা হয়। আধুনিক যুগে এগুলো কম্পিউটারের মাধ্যমে করা হয়। কিন্তু অধিকাংশ সরকারি প্রতিষ্ঠানে এ ধরণের যন্ত্রপাতি ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনবলের অভাব রয়েছে। ফলে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তথ্য বিশ্লেষণ সম্ভব না হওয়ায় প্রকাশিত পরিসংখ্যান বিশ্বাসযোগ্যতা হারায়।

৫. **তথ্যের অপর্যাপ্ততা:** অনেক সরকারি প্রতিষ্ঠানে প্রশাসনিক প্রয়োজনে দৈনন্দিন কাজের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। ফলে সরকারি পরিসংখ্যানে পর্যাপ্ত সংখ্যক তথ্য পাওয়া যায় না এবং উহার প্রয়োগও সীমিত হয়ে পড়ে।

৬. **তথ্যের অসম্পূর্ণ উপস্থাপন:** তথ্যের অসম্পূর্ণ উপস্থাপনের কারণে আমাদের দেশের অধিকাংশ প্রকাশিত পরিসংখ্যান স্বব্যাখ্যাত নহে। সরকারি পরিসংখ্যানের অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে, তাৎপর্য, কার্যক্ষেত্র, তথ্য সংগ্রহ ও সম্পাদনায় ব্যবহৃত প্রক্রিয়া সম্পর্কে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। ফলে এসব রিপোর্ট বিশ্বাসযোগ্যতা ও নির্ভরযোগ্যতা হারায়।

৭. **তথ্য সংগ্রহ ও উপস্থাপনে সমন্বয়ের অভাব :** সমন্বয়ের অভাবের কারণে অনেক সময় দেখা যায় একই তথ্য বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান সংগ্রহ ও প্রকাশ করে থাকে। যেমন: কৃষি পণ্যের মূল্য কৃষি বিভাগ, খাদ্য বিভাগ এবং বিপণন অধিদপ্তর প্রকাশ করে থাকে। ফলে শ্রম ও সম্পদের অপচয় ছাড়াও প্রকাশিত তথ্যের মধ্যে অনেক সময় প্রচুর গরমিল দেখা যায়। যা প্রকাশিত পরিসংখ্যান সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে এবং বিশ্বাসযোগ্যতা হারায়।

৮. **পরিসংখ্যান রিপোর্ট প্রকাশে বিলম্ব:** পরিসংখ্যানিক তথ্য সুষ্ঠু পরিকল্পনা, নীতি নির্ধারণ ও বিজ্ঞানসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণের হাতিয়ার স্বরূপ। এ উদ্দেশ্য পূরণের জন্য পরিসংখ্যানিক রিপোর্ট প্রকাশে যতদূর সম্ভব বিলম্ব না হওয়া উচিত। কিন্তু আমাদের দেশে দেখা যায় অধিকাংশ সরকারি প্রতিষ্ঠানের পরিসংখ্যান প্রকাশে খুব বিলম্ব হয়। ফলে উহার প্রয়োজনীয়তা ও কার্যকারিতা হারিয়ে যায়।

বাংলাদেশের পরিসংখ্যানের সীমাবদ্ধতা দূরীকরণের উপায়

Ways to overcome the limitations of Statistics of Bangladesh

বাংলাদেশে প্রকাশিত পরিসংখ্যানের অনেকগুলো সীমাবদ্ধতা বা ত্রুটি রয়েছে। সত্যিকার অর্থে প্রকাশিত পরিসংখ্যানের মান (উৎকর্ষ) সর্বোচ্চ পর্যায়ে ভালো হবে যখন উপরে বর্ণিত ত্রুটিগুলোর সব বা সর্বোচ্চ দূর করা যাবে। নিম্নে ত্রুটিগুলোর আলোকে উৎকর্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়ক কতকগুলো সুপারিশ করা হলো:

১. তথ্য সংগ্রহে অভিজ্ঞ এবং দক্ষ বা ট্রেনিং প্রাপ্ত মাঠকর্মী নিয়োগ করতে হবে। এতে অর্থ এবং সময় তুলনামূলক ভাবে লাগলেও ত্রুটিমুক্ত তথ্য পাবার ক্ষেত্রে এর কোন বিকল্প নেই এবং নির্ভুল তথ্য পাওয়া গেলে পরবর্তী উদ্দেশ্য সঠিকভাবে সাধিত হবার সমূহ সম্ভাবনা থাকে।

২. তথ্য সংগ্রহে যতটা সম্ভব বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ নিশ্চিত করা উচিত। এতে তথ্য নির্ভুল হবে এবং তা থেকে সঠিক সিদ্ধান্তও নেয়া যাবে।

৩. সংগৃহীত তথ্য কম্পিউটারের মাধ্যমে সংরক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় কাজ সমাধা করা উচিত। এতে করে তথ্য হারানোর বা খোয়া যাবার বা ভবিষ্যতের জন্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে বেশ সুবিধা হয়।

৪. আমাদের দেশে আরও অধিক পরিমাণে পরিসংখ্যান ইনস্টিটিউট এবং গবেষণা সংস্থা স্থাপন করা উচিত, যাতে করে সর্বশেষ বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির ব্যবহার করতে পারে এবং প্রয়োজনে আমাদের দেশের জন্য প্রয়োজন এমন প্রযুক্তি তৈরি করতে পারে। পাশাপাশি দক্ষ পরিসংখ্যানবিদ তৈরির ব্যবস্থা এখান থেকে করা যেতে পারে।

৫. বাংলাদেশে যে সকল প্রতিষ্ঠান তথ্য সংগ্রহ করে তাদের মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয় সাধন করতে হবে। এতে করে একই তথ্যের পুনঃ পুনঃ সংগ্রহের সম্ভাবনা থাকে না পাশাপাশি অর্থ ও শ্রমের যতটা সম্ভব সাশ্রয় হবে, তথ্যের গ্রহণযোগ্যতাও বাড়বে এবং একই তথ্য ভিন্ন ভিন্ন হবার সম্ভাবনা একেবারেই থাকে না।

৬. তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্র যতটা সম্ভব বৃদ্ধি করতে হবে এবং দেশে অধিক সংখ্যক পরিসংখ্যান প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানকে সরকারের পক্ষ থেকে উৎসাহিত বা প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করতে হবে।

৭. অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে তথ্যের একক বা সংজ্ঞা নির্ধারণ, সঠিকতার মাত্রা নির্ধারণ, সঠিক প্রশ্নমালা প্রণয়ন এবং তথ্য সংগ্রহে নমনীয়তা বজায় রাখতে হবে।

৮. তথ্য সংগ্রহের পর যতটা সম্ভব দ্রুত তা প্রকাশের ব্যবস্থা করতে হবে। অনেক সময় দেখা যায় প্রাশাসনিক অবহেলা বা কর্মচারী-কর্মকর্তাদের অদক্ষতার (বিশেষ করে সরকারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে) কারণে অহেতুক তথ্য প্রকাশে বিলম্ব হয়। এরূপ যাতে না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে।

৯. তথ্যের যথাযথ ব্যবহারের জন্য জনগণের দৃষ্টি ভঙ্গির নেতিবাচক দিকগুলো পরিহার করতে হবে।

উপসংহারে বলা যায়, তথ্য সংগ্রহে এবং ব্যবহারে দেশের সরকার, এনজিও বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের লোকজন এবং জনগণের মধ্যে সচেতনা বৃদ্ধি করতে পারলে প্রকাশিত পরিসংখ্যানের উৎকর্ষতা উত্তর উত্তর বৃদ্ধি পেতেই থাকবে।

সারসংক্ষেপ:

বাংলাদেশে প্রকাশিত পরিসংখ্যানের অনেক সীমাবদ্ধতা বা ত্রুটি রয়েছে। সত্যিকার অর্থে প্রকাশিত পরিসংখ্যানের মান (উৎকর্ষ) সর্বোচ্চ পর্যায়ে ভালো হবে যখন উপরে বর্ণিত ত্রুটিগুলোর সব বা সর্বোচ্চ দূর করা যাবে।

ইউনিট মূল্যায়ন-১১

১। বাংলাদেশের পরিসংখ্যান তথ্যের উৎসগুলি লিখুন।

২। বাংলাদেশ "পরিসংখ্যা ব্যুরোর" কার্যক্রমগুলি লিখুন।

৩। প্রকাশিত পরিসংখ্যানের শ্রেণি বিভাগসহ আলোচনা করুন।

৪। বাংলাদেশে প্রকাশিত তথ্যের উৎকর্ষতা আলোচনা করুন এবং উন্নতি কল্পে সুপারিশ করুন।